১. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

২. জয়েন্ট সেক্রেটারির (কোফেপোসা), ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রক

বনাম

ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১০৬৪)

১৮ জুলাই,২০১৯

[আর. ভানুমতি এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষণ এবং চোরাচালান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪ - ধারা ৩ - শুল্ক আইন, ১৯৬২ - ধারা ১৩৫, ১০৮ - ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম আবেদনকারীদের মামলা যেখানে প্রতিবাদীরা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতে ৩৩০০ কেজিরও বেশি ওজনের বিপুল পরিমাণ সোনা চোরাচালান করেছিল - শুল্ক আইনের ১৩৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল - কোফেপোসা আইনের ৩ ধারায় প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে ১৭.০৫.২০১৯ তারিখে আটকাদেশ জারি করা হয়েছিল - আটকাদেশগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল, তবে, নথিপত্রের সংকলন ২১.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল - হাইকোর্ট আটকাদেশগুলি বাতিল করে এই ভিত্তিতে যে আটকাদেশগুলির সাথে নির্ভরযোগ্য নথিগুলি আটককৃতদের উপর জারি করা হয়নি এবং "কোফেপোসা বিষয়ক নির্দেশাবলীর সংকলন সংক্রান্ত হ্যান্ড বুক"-এর নির্দেশিকা নং ২১ (ডিও-এর অংশ ক) এবং নির্দেশিকা নং ৯ (করবেন না-এর অংশ খ) লঙ্ঘন করা হয়েছে - আপিলের উপর, রায়: কোফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারায় আটকের কারণ জারি করার জন্য পাঁচ দিনের আইনি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং আটকের তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করার কারণগুলির জন্য - এই মামলায়, আটকাদেশ এবং আটকের কারণগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল - নির্ভরযোগ্য নথিগুলি ২০.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ তারিখের মধ্যে তাদের উপর জারি করা হয়েছিল অর্থাৎ আটকাদেশ জারি করার তারিখ অর্থাৎ ১৮.০৫.২০১৯ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে - অতএব, আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা হয়েছে - হাইকোর্ট নথি এবং উপকরণগুলি আটকাদেশের সাথে একযোগে সরবরাহ না করার ভিত্তিতে আটকাদেশগুলি বাতিল করে ভুল করেছে - যতদূর, "কোফেপোসা বিষয়ক নির্দেশাবলীর সংকলন সংক্রান্ত হ্যান্ড বুক" সংশ্লিষ্ট,

উক্ত নির্দেশিকাগুলিও সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হয়েছে - এছাড়াও, এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে নির্দেশিকার মতো কোনো নির্বাহী নির্দেশ কোনো আইনের বিধানকে সংক্ষিপ্ত করতে বা আইনের কোনো বিধানকে কমিয়ে আনতে পারে না - এইভাবে, হাইকোর্টের আটকাদেশ বাতিল করার রায় বাতিল করা হয়েছে।

বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪ - ধারা ৩ - আপীলকারী-ভারত ইউনিয়ন অভিযোগ করেছে যে প্রতিবাদীরা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতে বিপুল পরিমাণে সোনা চোরাচালান করেছে - আটককারী কর্তৃপক্ষ-যুগ্ম সচিব (কোফেপোসা) সন্তুষ্ট হয়েছেন যে প্রতিবাদীদের ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার প্রবল প্রবণতা রয়েছে, কোফেপোসা আইনের ৩ ধারার অধীনে ১৭.০৫.২০১৯ তারিখে আটকাদেশ জারি করেছেন - হাইকোর্ট আটকাদেশগুলি বাতিল করে এই ভিত্তিতে যে আটককারী কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্টির কারণ উল্লেখ করে আটকের কারণ রেকর্ড করতে হবে যে আটককৃতের হেফাজত থেকে মুক্তির আসন্ন সম্ভাবনা রয়েছে এবং মুক্তির পরে, এই ব্যক্তি ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে - আপিলের উপর, রায়: ১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটকাদেশগুলি আটককারী কর্তৃপক্ষের সচেতনতা রেকর্ড করেছে: (i) আটককৃত হেফাজতে রয়েছে; (ii) আটককৃতদের দ্বারা দাখিল করা জামিনের আবেদন আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে - শুধুমাত্র আটকাদেশগুলিতে, আটককারী কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে রেকর্ড করেনি যে 'আটককৃত মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে', 'আটককৃতের জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা' এবং 'যদি মুক্তি পায়, তবে সে একই ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে', তবে এটা বলা যাবে না যে আটককারী কর্তৃপক্ষ তার মন প্রয়োগ করেনি - আটককারী কর্তৃপক্ষ আটককৃতদের পূর্ববর্তী ঘটনা স্পষ্টভাবে রেকর্ড করেছে - বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, আটককারী কর্তৃপক্ষের বিষয়ভিত্তিক সন্তুষ্টি যে আটককৃত জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা উপকরণের উপর ভিত্তি করে ছিল - আটকের কারণগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে আটককৃতরা সোনা চোরাচালান এবং গহনার দোকানের মাধ্যমে বিদেশী উৎস থেকে চোরাচালান করা সোনা নিষ্পত্তি করার কাজে লিপ্ত ছিল - হাইকোর্ট শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে আটকাদেশগুলি বাতিল করে ভুল করেছে যে আটককারী কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে এই রায় রেকর্ড করেনি যে আটককৃতদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল - সুতরাং, হাইকোর্টের আদেশ নয়।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার আপিলের অনুমতি দেওয়া এবং বন্দীদের আপিল খারিজ করে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃঃ

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৫৫

১. বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪ (কোফেপোসা) এর ৩(৩) ধারা আটকাদেশের কারণগুলি জারি করার জন্য পাঁচ দিনের আইনি সময়সীমা নির্ধারণ করে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং লিপিবদ্ধ করার কারণগুলির জন্য আটকের তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে। কোফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারা এইভাবে আটকাদেশের কারণ এবং আটককৃতদের উপর জারি করার জন্য কারণগুলিতে নির্ভরযোগ্য নথিগুলির জন্য কমপক্ষে পাঁচ দিনের ছাড় দেয়। "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব....." এই শব্দটির দ্বারা, আইনটি আটককৃতদের কাছে আটকাদেশের কারণগুলি জানানোর জন্য স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পাঁচ দিনকে যুক্তিসঙ্গত সময় হিসাবে বিবেচনা করে। আটকাদেশ জারির আদেশের একই দিনে নির্ভরযোগ্য নথিগুলি জারি করার জন্য আটককারী কর্তৃপক্ষের উপর কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। কোফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারায় নির্ধারিত সময় এবং ভারতীয় সংবিধানের ২২(৫) অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত ভাষা "...সর্বাধিক সুযোগ....." এর পরিপ্রেক্ষিতে, আটকাদেশের আদেশের সাথে নথির অনুলিপি জারি না করা আটকাদেশ বাতিল করার ভিত্তি হতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১৯] [১১৬৯-সি-ই]

২. বর্তমান মামলায়, আটকাদেশ এবং আটকাদেশের কারণগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য নথিগুলি ২০.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ তারিখের মধ্যে তাদের উপর জারি করা হয়েছিল অর্থাৎ ১৮.০৫.২০১৯ তারিখের আটকাদেশ জারির তারিখ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কোফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারা আটকাদেশের কারণ এবং নির্ভরযোগ্য নথিগুলি জারি করার জন্য পাঁচ দিনের আইনি সময়সীমা প্রদান করে। উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্ভরযোগ্য নথিগুলি ২৩৬৪ পৃষ্ঠা ছিল এবং বিভিন্ন আটককৃতদের বিরুদ্ধে পনেরটি আটকাদেশ জারি করা হয়েছিল এবং তাই নথিগুলির সংকলন ২১.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। অতিরিক্ত সলিসিটর-জেনারেল যেমন যুক্তিযুক্তভাবে দাবি করেছেন, বিপুল সংখ্যক নথির অনুলিপি প্রস্তুত করা একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ছিল এবং আটককৃতদের উপর নথিগুলির সংকলন জারি করতে সময় লেগেছিল এবং তাই আদেশগুলি অবৈধ হবে না। কোফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারা পাঁচ দিনের মধ্যে নথিগুলি সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়। স্বীকার্যভাবে, অনুলিপিগুলি উক্ত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। তাই আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২১] [১১৭০-সি-এফ]

৩. বর্তমান মামলায়, আটকাদেশের কারণ এবং নির্ভরযোগ্য নথিগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখের আটকাদেশের তারিখ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২১.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। "পারি পাসু" শব্দটি কোফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারার আইনি বিধানের সাথে পড়তে হবে, যার অর্থ আটকাদেশের কারণ এবং নির্ভরযোগ্য নথিগুলি পাঁচ দিনের মধ্যে জারি করা হয়েছে এবং কারণগুলি ব্যাখ্যা সহ পনের দিনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র যখন এই ধরনের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, তখন বলা যেতে পারে যে সেগুলি একসাথে সরবরাহ করা হয়নি। হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে আটকাদেশগুলি বাতিল করে ভুল করেছে যে নথি এবং উপকরণগুলি আটকাদেশের সাথে "পারি পাসু" সরবরাহ করা হয়নি। [অনুচ্ছেদ ২৪] [১১৭১-সি-ই]

৪. "কোফেপোসা বিষয়ক নির্দেশাবলীর সংকলন সংক্রান্ত হ্যান্ড বুক" শুধুমাত্র কোফেপোসা বিষয়ক বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার জন্য বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকার প্রকৃতির। উক্ত নির্দেশিকাগুলি নির্দেশ দেয় যে "আটকাদেশের যোগাযোগ/পরিষেবাতে যত্ন নেওয়া উচিত" এবং আটকাদেশের কারণ এবং নির্ভরযোগ্য নথিগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিন্তু আটকাদেশের তারিখ থেকে পাঁচ দিনের আইনি সময়সীমার মধ্যে জারি করা উচিত। উক্ত নির্দেশিকাগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হয়েছিল। এছাড়াও, এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে নির্দেশিকার মতো কোনও নির্বাহী নির্দেশ কোনও আইনের বিধানকে সংক্ষিপ্ত করতে বা আইনের কোনও বিধানকে কমিয়ে আনতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ২৬] [১১৭১-জি-এইচ; ১১৭২-এ]

৫. এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে হেফাজতে থাকা ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈধভাবে আটকাদেশ জারি করা যেতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে, এটা প্রয়োজনীয় যে আটকাদেশের কারণগুলি দেখাতে হবে যে আটককারী কর্তৃপক্ষ অবগত ছিল যে আটককৃত ইতিমধ্যেই হেফাজতে ছিল। আটককারী কর্তৃপক্ষকে আরও সন্তুষ্ট হতে হবে যে আটককৃত হেফাজত থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আটককৃতের কার্যকলাপের প্রকৃতি ইঙ্গিত দেয় যে যদি সে মুক্তি পায়, তবে সে এই ধরনের ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে এবং তাই তাকে এই ধরনের কার্যকলাপে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য আটক করা প্রয়োজন। [অনুচ্ছেদ ৩০] [১১৭৩-সি]

৬. সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অনুসারে, বর্তমান মামলায়, আটককারী কর্তৃপক্ষের মনে এই সচেতনতা ছিল

কিনা যে আটককৃত ব্যক্তি হেফাজতে আছে এবং তার বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে আটককৃত ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যদি তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে সে ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবে। বর্তমান মামলায়, ১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটকাদেশগুলি আটককারী কর্তৃপক্ষের সচেতনতা রেকর্ড করে: (i) আটককৃত ব্যক্তি হেফাজতে আছে; (ii) আটককৃতদের দ্বারা দাখিল করা জামিনের আবেদন আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অবশ্যই, আটকাদেশগুলিতে, আটককারী কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে রেকর্ড করেনি যে 'আটককৃত ব্যক্তি মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে'। শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে বলা যাবে না যে আটককারী কর্তৃপক্ষ তার মন প্রয়োগ করেনি যে আটকাদেশগুলিতে, 'আটককৃত ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা' এবং 'যদি তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে সে একই ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে' তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে আটককারী কর্তৃপক্ষ আটককৃতদের পূর্ববর্তী ঘটনা স্পষ্টভাবে রেকর্ড করেছে এবং তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে যে আটককৃতদের ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ করার প্রবণতা রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩৫] [১১৭৫-ডি-জি]

৭. আটককারী কর্তৃপক্ষের এই সন্তুষ্টি যে আটককৃত ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পেতে পারে, আটককারী কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বক্তব্য হতে পারে না। বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, আটককারী কর্তৃপক্ষের বিষয়ভিত্তিক সন্তুষ্টি যে আটককৃত ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা উপকরণের উপর ভিত্তি করে। আটকের কারণগুলি পাঠ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে একজন আটককৃত ব্যক্তি সোনা চোরাচালানে লিপ্ত ছিল এবং অন্যদের সাথে সমন্বয় করে সিন্ডিকেট পরিচালনা করছিল এবং রাজস্ব ক্ষতি এবং দেশের অর্থনীতির উপর প্রভাব সম্পর্কে উদাসীন থেকে অভ্যাসবশত একই কাজ করে যাচ্ছিল। একইভাবে, অন্য আটককৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আটকাদেশে তার ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে সে সোনা গ্রহণ করত এবং তার একাধিক গহনার দোকান এবং আত্মীয়দের মাধ্যমে বিদেশী উৎস থেকে চোরাচালান করা সোনা নিষ্পত্তি করত। হাইকোর্ট শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে আটকাদেশগুলি বাতিল করে ভুল করেছে যে আটককারী কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে এই রায় রেকর্ড করেনি যে আটককৃত ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল, যা কামারুন্নিসা এবং অন্যান্য রায় এবং নির্দেশিকা নং ২৪-এ বর্ণিত নীতিগুলির লঙ্ঘন। এই ভিত্তিতে হাইকোর্টের আটকাদেশ বাতিল করার আদেশ বহাল রাখা যায় না। [অনুচ্ছেদ ৩৭] [১১৭৬-বি-ই]

সোফিয়া গুলাম মহম্মদ. ভাম বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য (১৯৯৯) ৬ এস. সি. সি ৫৯৩: [১৯৯৯] ১ সম্পূরক। এস. সি. আর

৪২১; ইচ্ছু দেবী চোরারিয়া বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (১৯৮০) ৪ এসসিসি ৫৩১ : [১৯৮১] ১ এসসিআর ৬৪০; মেহেদি মোহাম্মদ জৌদি বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৮১) ২ এসসিসি ৩৫৮; জসবীর সিং বনাম লেফটেন্যান্ট গভর্নর, দিল্লি এবং অন্য (১৯৯৯) ৪ এসসিসি ২২৮ : [১৯৯৯] ২ এসসিআর ৭০৬; সেন্থামিলসেলভি বনাম টি.এন. রাজ্য এবং অন্য (২০০৬) ৫ এসসিসি ৬৭৬ : [২০০৬] ৩ সাপ্ল. এসসিআর ২৪; নরেশ কুমার গোয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০০৫) ৮ এসসিসি ২৭৬ : [২০০৫] ৪ সাপ্ল. এসসিআর ১৭; মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভাউরাও পাঞ্জাবরাও গাওয়ান্দে (২০০৮) ৩ এসসিসি ৬১৩ : [২০০৮] ৩ এসসিআর ৯৬৭ - এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

বিরেন্দ্র সিং বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৮১) ৪ এসসিসি ৫৬২; আনা ক্যারোলিনা ডি'সুজা (শ্রীমতী) বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য এআইআর ১৯৮১ এসসি ১৬২০ - অপ্রযোজ্য বলে বিবেচিত।

কামারুন্নিসা বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯১) ১ এসসিসি ১২৮ : [১৯৯০] ১ সাপ্ল. এসসিআর ৪৫৭; রেখা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারের সচিবের মাধ্যমে এবং অন্য (২০১১) ৫ এসসিসি ২৪৪ : [২০১১] ৪ এসসিআর ৭৪০; কমলেশকুমার ঈশ্বরদাস প্যাটেল বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (১৯৯৫) ৪ এসসিসি ৫১ : [১৯৯৫] ৩ এসসিআর ২৭৯; বিজয় কুমার বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (১৯৮৮) ২ এসসিসি ৫৭; কামারুন্নিসা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্য (১৯৯১) ১ এসসিসি ১২৮ : [১৯৯০] ১ সাপ্ল. এসসিআর ৪৫৭; ভারত ইউনিয়ন বনাম পল মানিকম এবং অন্য (২০০৩) ৮ এসসিসি ৩৪২ : [২০০৩] ৪ সাপ্ল. এসসিআর ৬১৮; হিউদ্রোম কোনুংজাও সিং বনাম মণিপুর রাজ্য এবং অন্যান্য (২০১২) ৭ এসসিসি ১৮১ : [২০১২] ৫ এসসিআর ১১৭৩; ধর্মেন্দ্র সুগানচাঁদ চেলাওয়াত বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯০) ১ এসসিসি ৭৪৬ : [১৯৯০] ১ এসসিআর ৩০৩; বীরমণি বনাম টি.এন. রাজ্য (১৯৯৪) ২ এসসিসি ৩৩৭ : [১৯৯৪] ১ এসসিআর ৬১৬ – এর উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯০] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৪৫৭	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১১] ৪ এস. সি. আর. ৭৪০	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০
(১৯৮১) ৪ এস. সি. সি. ৫৬২	প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য করা হয়েছে	অনুচ্ছেদে ১৬
এ. আই. আর ১৯৮১ এস. সি. ১৬২০	প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য করা হয়েছে	অনুচ্ছেদে ১৬
[১৯৯৫] ৩ এস. সি. আর. ২৭৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদে ১৬

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৫৯

[১৯৯৯] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৪২১	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৮১] ১ এস. সি. আর. ৬৪০	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৯৯] ২ এস. সি. আর. ৭০৬	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২০
(১৯৮১) ২ এস. সি. সি. ৩৫৮	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২২
(১৯৮৮) ২ এস. সি. সি. ৫৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৯
[১৯৯০] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৪৫৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১
[২০০৩] ৪ সম্পূরক এস. সি. আর. ৬১৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২
[২০১২] ৫ এস. সি. আর. ১১৭৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৩
[১৯৯০] ১ এস. সি. আর. ৩০৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৩
[১৯৯৪] ১ এস. সি. আর. ৬১৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৪
[২০০৬] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৪	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৩৬
[২০০৫] ৪ সম্পূরক. এসসিআর ১৭	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৪১
[২০০৮] ৩ এসসিআর ৯৬৭	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ৪২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ফৌজদারি আপিল নং ১০৬৪/২০১৯।

২০১৯ সালের ২৫.০৬ তারিখের বোম্বে বিচারালয়ের হাইকোর্টের রায় ও আদেশ থেকে ফৌজদারি রিট পিটিশন নং ২৮৪৪/২০১৯-এ।

সাথে

ফৌজদারি আপিল নং ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৬৫/২০১৯।

কে. এম. নটরাজ, এএসজি, মুকুল রোহাতগি, বিক্রম চৌধুরী, সিনিয়র অ্যাডভোকেটগণ, মিসেস বিনু তামতা, রজত নায়ার, শরথ নাম্বিয়ার, মিসেস অরুণা পাই, কানু আগরওয়াল, রাজীব রঞ্জন, শান্তনু শর্মা, বি. কৃষ্ণ প্রসাদ, সৌরভ কিরপাল, সঞ্জয় আগরওয়াল, আশিষ বাত্রা, ওয়াটান শর্মা, সার্থক সচদেব, হর্ষিত শেঠি, গৌতম অবস্থি, উপস্থিত পক্ষগণের পক্ষে আইনজীবীগণ।

আর. বানুমথি, বিচারপতি, আদালতের রায়টি প্রদান করেন ।

১. অনুমতি মঞ্জুর,

২. এই আপিলগুলি ২৫.০৬.২০১৯ তারিখে বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক ডব্লিউ.পি. ২০১৯ সালের (ফৌজদারি) নং. ২৮৪৩ এবং ২৮৪৪-এ প্রদত্ত রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট আটককৃতদের বিরুদ্ধে ১৭.০৫.২০১৯ তারিখে জারি করা আটকাদেশ বাতিল করেছে। ২০১৯ সালের এসএলপি(ফৌজদারি) নং ৫৪৫৯ এবং ৫৪৬০ থেকে উদ্ভূত আপিলগুলিতে আবেদনকারী-ভারত ইউনিয়ন আটকাদেশ বাতিল করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে।

আটকাদেশ বাতিল করার সময়, হাইকোর্ট আবেদনকারীদের সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে এক সপ্তাহের জন্য নিজস্ব আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রেখেছে। স্থগিতাদেশের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, আটককৃত-প্রতিবাদীরা এই আদালতে ২০১৯ সালের এসএলপি(ফৌজদারি) নং ৫৩৯৬ এবং ৫৪০৮ থেকে উদ্ভূত আপিল দায়ের করেছে। এই সাধারণ রায়ের মাধ্যমে সমস্ত আপিল নিষ্পত্তি করা হবে।

৩. এই আপিলগুলি উত্থাপনের কারণ হল সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতে ব্যক্তিদের একটি সিন্ডিকেট দ্বারা বিদেশী উৎস থেকে সোনা চোরাচালানের বিষয়ে রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তরের কার্যালয়ের তদন্তের অনুসরণ। ২৮.০৩.২০১৯ তারিখে দুটি যানবাহন অর্থাৎ একটি হোন্ডা অ্যাক্টিভা স্কুটার এবং একটি হোন্ডা সিটি গাড়ি অনুসন্ধান ও আটক করা হয়েছিল। দেখা গেছে, সেখানে দুজন ব্যক্তি ছিলেন, আব্দুল আহাদ জারোদরওয়ালা এবং জারোদরওয়ালার কর্মচারী শেখ আব্দুল আহাদ। যানবাহনগুলির অনুসন্ধানের ফলে পাঁচ কোটি টাকার মূল্যের পাঁচটি বৃত্তাকার ডিস্ক আকারে ৭৫ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অফিস এবং আবাসিক প্রাঙ্গণে ফলো-আপ অনুসন্ধান চালানো হলে আরও ১১০ কেজি সোনা এবং ১.৮১ কোটি টাকার মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। শোয়েব জারোদরওয়ালা, আব্দুল আহাদ জারোদরওয়ালা এবং শেখ আব্দুল আহাদকে তলব করা হয় এবং তাদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে তারা বিবাদী আটক-নিসার পাল্লাথুকাদাভিল আলিয়ারের কাছ থেকে চোরাচালান করা সোনা গ্রহণ করার বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছে।

৪. এসএলপি(ফৌজদারি) নং ৫৪০৮/২০১৮-এর ঘটনা: আবেদনকারীদের মামলা হল উত্তরদাতা-আটকানো নিসার পাল্লাথুকাদাভিল আলিয়ার বিপুল পরিমাণে সোনার একজন পূর্ণকালীন সংগঠিত চোরাচালানকারী এবং চোরাচালান সিন্ডিকেটের মূল পরিকল্পনাকারী এবং ২০১৬ সাল থেকে ভারতে সোনা চোরাচালান করে আসছে। বলা হয়েছে যে দুটি কোম্পানি, যথা এম/এস আল রামজ মেটাল স্ক্র্যাপ ট্রেডিং এবং এম/এস ব্লু সি মেটাল এফজেড আবেদনকারীর দ্বারা কালপেশ নন্দার নামে ভারতে ধাতু স্ক্র্যাপ রপ্তানির জন্য তৈরি ও নিবন্ধিত করা হয়েছিল, যা সোনা চোরাচালানের জন্য কার্গো কভার করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ করা হয়েছে যে আটককৃত ব্যক্তি নিসার আলিয়ার নিশ্চিত করেছিল যে চোরাচালান করা সোনার বিক্রয় লভ্যাংশ হাওয়ালার মাধ্যমে দুবাইতে পাচার করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে নিসার আলিয়ার প্রতিটি স্তরে কার্যক্রম দেখার জন্য একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল এবং ২০১৬ সাল থেকে ভারতে সোনা চোরাচালান করছিল এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা মূল্যের ৩,৩০০ কেজিরও বেশি সোনা চোরাচালান করেছে এবং চোরাচালান সিন্ডিকেটের মূল পরিকল্পনাকারী বলে অভিযোগ। আটককৃত ব্যক্তি নিসার আলিয়ারকে ৩১.০৩.২০১৯ তারিখে শুল্ক আইন, ১৯৬২-এর ১৩৫ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছিল।

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৬১

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

৫. এসএলপি (ফৌজদারি) নং ৫৩৯৬/২০১৯-এর ঘটনা: দেতেনু-হ্যাপি অরবিন্দকুমার ধাকাড বুলিয়ন ট্রেডিং ফার্মের পরিচালক এবং একজন স্বর্ণকার। আবেদনকারীদের মতে, তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে দেতেনু হ্যাপি ধাকাডের স্বামী সরাসরি শোয়েব জারোদরওয়ালা এবং জিগনেশ সোলাঙ্কির সাথে লেনদেন করত, যারা নিসার আলিয়ারের কাছ থেকে সোনা কিনে তার আত্মীয়। দেতেনু হ্যাপি ধাকাডের বিরুদ্ধে নিসার আলিয়ারকে চোরাচালান করা সোনা গ্রহণ এবং লুকানোর এবং তার গহনার দোকানের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করার অবৈধ কার্যকলাপে সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে তার এবং তার আত্মীয়দের মালিকানাধীন একাধিক গহনার দোকানের মাধ্যমে দেতেনু-হ্যাপি ধাকাড সহজেই বিদেশী উৎস থেকে চোরাচালান করা সোনা নিষ্পত্তি করত। সোনা চোরাচালানের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন অফিস এবং আবাসিক প্রাঙ্গণে ফলো-আপ অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। এই প্রাঙ্গণ থেকে মোট ১১০ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছিল। ২০.৪ কেজি ও ১১.৫ কেজি ওজনের বিদেশি চিহ্নিত সোনার বার সহ একত্রিশটি সোনার টুকরো, যার মোট মূল্য ১০.২১ কোটি টাকা, ২৮.৫৩ লক্ষ টাকা নগদ এবং ২৮.৫৩ লক্ষ টাকা ও ৪৪.৫০ লক্ষ টাকার হিসাববিহীন নগদ যথাক্রমে দেতেনু হ্যাপি ধাকাডের অফিস এবং বাসভবন থেকে জব্দ করা হয়েছিল এবং তার কাছে সোনা রাখার জন্য কোনও নথি ছিল না। ২৯.০৩.২০১৯ তারিখে রেকর্ড করা তার বক্তব্যে, দেতেনু হ্যাপি ধাকাড স্বীকার করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে তার প্রাঙ্গণ থেকে উদ্ধার করা ২০.৪ কেজি সোনা আবেদনকারী নিসার আলিয়ার দ্বারা তাকে সরবরাহ করা চোরাচালান করা সোনা এবং অন্যান্য ১১.৫ কেজি বিদেশি চিহ্নিত সোনা অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। দেতেনু হ্যাপি ধাকাডকে ২৯.০৩.২০১৯ তারিখে শুল্ক আইন, ১৯৬২-এর ১৩৫ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল।

৬. আটককারী কর্তৃপক্ষ-যুগ্ম সচিব (কোফেপোসা), এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়ে যে আটককৃত ব্যক্তিদের ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার প্রবল প্রবণতা রয়েছে, ভবিষ্যতে তাদের চোরাচালান এবং চোরাচালান করা সোনা লুকানো থেকে বিরত রাখার জন্য, বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪ (কোফেপোসা) এর ৩ ধারার অধীনে ১৭.০৫.২০১৯ তারিখে আটকাদেশ জারি করেছেন। আটকাদেশ এবং আটকের কারণগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃত ব্যক্তিদের উপর জারি করা হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য নথিগুলির অনুলিপি ২১.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃত ব্যক্তিদের উপর জারি করা হয়েছিল।

৭. ১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটক আদেশ হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে আটককৃতরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। হাইকোর্ট ৪.০৬.২০১৯ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে আপিলকারীকে রিট পিটিশনগুলিকে আটককৃতদের প্রতিনিধিত্ব হিসাবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। তদনুসারে, আবেদনটি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং আটক আদেশ সংশোধনের কোনও যুক্তি খুঁজে না পেয়ে যুগ্ম সচিব (কফেপোসা) তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৮. ২৫.০৬.২০১৯ তারিখের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, উচ্চ আদালত আটক আদেশগুলি বাতিল করে রায় দেয় যে আটক আদেশ পাস করার সময় আটক কর্তৃপক্ষের কোনো মন প্রয়োগ ছিল না। উচ্চ আদালত রায় দেয় যে কামারুন্নিসা বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯১) ১ এসসিসি ১২৮-এ বর্ণিত নীতি অনুসারে, আটক কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি নির্দেশ করে এমন কোনো মন প্রয়োগ ছিল না যে আটককৃতদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার আসন্ন সম্ভাবনা ছিল। উচ্চ আদালত আরও রায় দেয় যে যদিও ১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটক আদেশ এবং আটকের কারণগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল, তবে আটক আদেশ এবং আটকের কারণগুলির সাথে নির্ভর করা নথি এবং বস্তুগত বিশেষত্বের অনুলিপিগুলি আটককৃতদের উপর জারি করা হয়নি এবং ভারতীয় সংবিধানের ২২(৫) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন এবং "কফোসেপা বিষয়ক নির্দেশাবলীর সংকলন বিষয়ক হ্যান্ড বুক"-এর ২১ নম্বর নির্দেশিকার লঙ্ঘন ছিল। উচ্চ আদালত বিভাগের এই যুক্তি গ্রহণ করেনি যে নথির অনুলিপি তৈরি এবং রেকর্ডের বিশালতা প্রতিবাদীদের উপর আটক আদেশের সাথে একই সময়ে নির্ভর করা নথিগুলি জারি করতে সক্ষম করেনি। রায় দিয়ে যে প্রতিরোধমূলক আটক ভারতীয় সংবিধানের ২১ এবং ২২(৫) অনুচ্ছেদ এবং নির্দেশিকাগুলির লঙ্ঘন ছিল, উচ্চ আদালত ১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটক আদেশগুলি বাতিল করে দেয়। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, উচ্চ আদালত, তবে, এক সপ্তাহের জন্য তার নিজস্ব রায়ের কার্যক্রম স্থগিত করে, যা আমরা বাড়িয়েছি।

৯. অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কে.এম. নটরাজ, ভারত ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত হয়ে জমা দিয়েছেন যে আটকের আদেশ এবং কারণগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল এবং যেহেতু নথিগুলি ২৩৬৪ পৃষ্ঠার বিশাল ছিল, যার অনুলিপি যথাক্রমে ২১.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল, তা কফেপোসা আইনের ধারা ৩(৩)-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ছিল। যদিও তিনি জমা দিয়েছেন যে আটকের আদেশের সাথে নির্ভর করা নথিগুলি আটককৃতদের উপর জারি করা হয়নি এই কারণে এবং নির্দেশিকা নং ২১ (করনীয়ের অংশ) এবং নির্দেশিকা নং ৯ (না করনীয়ের অংশ) লঙ্ঘন হয়েছে এই কারণে উচ্চ আদালত আটকের আদেশ বাতিল করতে সঠিক ছিল না, যা কেবল কর্মকর্তাদের জন্য একটি নির্দেশিকা। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল আরও জমা দিয়েছেন যে "২০০১ সালের জুলাই থেকে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কফেপোসা বিষয়ক নির্দেশাবলীর সংকলন বিষয়ক হ্যান্ড বুক" কেবল কফেপোসা বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা এবং এই নির্দেশিকাগুলি নিজেই নির্দেশ দেয় যে আটকের আদেশ, আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলির যোগাযোগ/পরিষেবা এবং কফেপোসা আইনে নির্ধারিত পরিষেবার আইনি সময়ের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৬৫

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

কোফেপোসার বিষয়গুলি মোকাবেলায় বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকাগুলির প্রকৃতি এবং আরও জমা দিয়েছেন যে আটক কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে, আটক কর্তৃপক্ষ নিজেই সন্তুষ্ট হয়েছিল যে আটককৃতদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং যদিও তিনি জমা দিয়েছেন যে আটকের আদেশে "কোনও সিদ্ধান্ত ছিল না যে আদালত কর্তৃক তাদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল" এই কারণে উচ্চ আদালত আটকের আদেশ বাতিল করতে ভুল করেছে। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল জোর দিয়ে বলেছেন যে বর্তমান মামলাটিতে গত তিন বছরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশে পাচার করা বিপুল পরিমাণ সোনা জড়িত এবং ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ৩৩০০ কেজি সোনা আনা হয়েছে এবং আটককৃতদের অপরাধে জড়িত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে তা বিবেচনা করে আটক কর্তৃপক্ষ আটকের আদেশ জারি করেছে এবং আটক কর্তৃপক্ষের এই ধরনের বিষয়গত সন্তুষ্টি আদালত কর্তৃক হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অনুরোধ করেন যে বর্তমান মামলায় গত তিন বছরে পদ্ধতিগতভাবে দেশে প্রচুর পরিমাণে সোনা পাচার করা হয়েছে এবং 'জুলাই ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে ৩৩০০ কেজিরও বেশি সোনা আনা হয়েছে এবং আটককারী কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে যে আটককৃতদের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে আটকের আদেশ পাস করেছে এবং আটককারী কর্তৃপক্ষের এই ধরনের বিষয়গত সন্তুষ্টিকে আদালত হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

১০. শ্রী মুকুল রোহাত্গি, আটককৃতদের পক্ষে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, বেশ কিছু রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছেন যে আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি আটককৃতদের একই সাথে পরিবেশন করা উচিত এবং এই ক্ষেত্রে, নির্ভর করা নথি এবং আটকের কারণগুলি আলাদাভাবে পরিবেশন করা আটককৃতদের কার্যকর উপস্থাপনা তৈরি করা থেকে বঞ্চিত করে। আটকের কারণগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরে, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে আটক কর্তৃপক্ষ কেবল আটককৃতদের হেফাজত এবং জামিন আবেদন খারিজ সম্পর্কে তার সচেতনতা রেকর্ড করেছে এবং আটককৃতদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আটক কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত এবং এই ধরনের সন্তুষ্টির অনুপস্থিতি আটকের আদেশকে বাতিল করে দেয়। কামারুন্নিসা এবং অন্যান্য রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে আটক কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকা বর্ণনা করে ২৩৬৪ পৃষ্ঠার নথি পর্যালোচনা করার পরে একদিনে সমস্ত পনেরটি আটকের আদেশ পাস করা সম্ভব ছিল না, যা স্পষ্টভাবে আটক কর্তৃপক্ষের মন প্রয়োগের অভাব দেখায়। রেখা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য সচিব এবং অন্যান্য (২০১১) ৫ এসসিসি ২৪৪-এর উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশের ক্ষেত্রে, পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা হল সুরক্ষা এবং পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি পালন না করা আটকের আদেশকে বাতিল করে দেয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বিবেচনার ভিত্তিতে, উচ্চ আদালত সঠিকভাবে আটকের আদেশ বাতিল করেছে যে আটকের আদেশ ভারতের সংবিধানের ২২(৫) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন এবং "কফেপোসা বিষয়ক নির্দেশাবলীর সংকলন বিষয়ক হ্যান্ড বুক"-এর নির্দেশিকাগুলি পালন না করা এবং বিতর্কিত আদেশে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১১. আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী জমাগুলি সাবধানে বিবেচনা করেছি এবং বিতর্কিত আদেশ এবং রেকর্ডের অন্যান্য উপকরণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি। আমরা উভয় পক্ষের দ্বারা নির্ভর করা বিভিন্ন রায়ও সাবধানে পড়েছি। এই আপিলগুলিতে বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছে:-

(১) আটকের আদেশগুলি কি এই কারণে বাতিল করা হয়েছিল যে নির্ভর করা নথিগুলি আটকের আদেশ এবং আটকের কারণগুলির সাথে পরিবেশন করা হয়নি? ভারতীয় সংবিধানের ২২(৫) অনুচ্ছেদ এবং কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারার বিধানগুলি কি যথেষ্টভাবে মেনে চলা হয়েছিল?

(২) আটক কর্তৃপক্ষ আটককৃতদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার আসন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নিজেকে সন্তুষ্ট করেনি এই কারণে উচ্চ আদালত কি আটকের আদেশগুলি বাতিল করতে সঠিক ছিল?

১২. বর্তমান মামলাটি পিতলের ধাতব স্ক্র্যাপের সাথে ছদ্মবেশে ৩৩০০ কেজিরও বেশি সোনার বিশাল পরিমাণ চোরাচালানের অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত। আটককৃত নিসার আলিয়ারকে সিন্ডিকেটের মূল পরিকল্পনাকারী এবং প্রধান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি অন্যদের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতে সোনা পাচার করেছিলেন। আটককৃত হ্যাপি ধাকাড় নিসার আলিয়ার এবং তার দল থেকে চোরাচালান করা সোনা গ্রহণ করে এবং তার এবং তার আত্মীয়দের দ্বারা পরিচালিত গহনার দোকানের মাধ্যমে সেগুলি নিষ্পত্তি করে চোরাচালানে সহায়তা করেছিলেন। ২০১৯ সালের ২৯.০৩ তারিখে কাস্টমস আইনের ১৩৫ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কাস্টমস আইনের ১০৮ ধারার অধীনে তাদের বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল। ২০১৯ সালের ১৭.০৫ তারিখে আটকের আদেশ জারি করা হয়েছিল। আটকের কারণ সহ আটকের আদেশগুলি ২০১৯ সালের ১৮.০৫ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। যেহেতু নথিগুলি ২৩৬৪ পৃষ্ঠার ছিল এবং বিভিন্ন আটককৃতদের বিরুদ্ধে পনেরটি আটকের আদেশ জারি করা হয়েছিল, তাই নথিগুলির সংকলন যথাক্রমে ২০১৯ সালের ২১.০৫ এবং ২২.০৫ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে "আটককৃতকে তাকে আটক করার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং সাধারণত পাঁচ দিনের বেশি নয়... আটকের আদেশ এবং কারণগুলি যোগাযোগ করা উচিত"। আপিলকারীদের মতে, বর্তমান মামলায়, আটকের আদেশ এবং কারণগুলি ২০১৯ সালের ১৮.০৫ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। তবে, যেহেতু নথিগুলি প্রায় ২৩৬৪ পৃষ্ঠার বিশাল ছিল, তাই যথাক্রমে ২১.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর একই আদেশ জারি করা হয়েছিল, যা অবশ্যই আইনের ধারা ৩(৩) এর অধীনে নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে ছিল।

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৬৫

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

১৩. ২০১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটকের আদেশগুলিতে, যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে আটক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ভর করা তালিকায় উল্লিখিত নথিগুলি আটকের আদেশের সাথে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছে, নির্ভর করা নথিগুলি ২০.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ এর মধ্যে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। উচ্চ আদালত ২০১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটকের আদেশগুলি এই কারণে বাতিল করে দেয় যে ২০১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটকের আদেশ এবং আটকের কারণগুলি আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল; কিন্তু নির্ভর করা নথি এবং অন্যান্য বস্তুগত বিশেষত্বগুলি আটকের কারণগুলির সাথে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়নি। আটকের আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করার পরে, উচ্চ আদালত রায় দেয় যে যদিও বলা হয়েছিল যে নির্ভর করা নথিগুলি আটকের আদেশের সাথে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল, তবে প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আটকের আদেশ এবং আটকের কারণগুলির সাথে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়নি এবং যদিও, আপিলকারীরা ১৯৭৪ সালের কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারার আশ্রয় নিতে পারে না। আটকের আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশ যেখানে আটক কর্তৃপক্ষ বলেছে যে নির্ভর করা নথিগুলি আটকের কারণগুলির সাথে আটককৃতদের উপর জারি করা হচ্ছে তা নিম্নরূপ:-

"৯. বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ এবং চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম আইন, ১৯৭৪-এর বিধানের অধীনে আটকের আদেশ পাস করার সময়, আমি সংযুক্ত তালিকায় উল্লিখিত নথিগুলির উপর নির্ভর করেছি, যা আটকের কারণগুলির সাথে আপনাকেও জারি করা হচ্ছে।

১০. আপনার অর্থাৎ শ্রী হ্যাপি অরবিন্দকুমার ধাকাড়ের আটক আদেশের বিরুদ্ধে আটক কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং উপদেষ্টা বোর্ডের কাছে উপস্থাপনা করার অধিকার রয়েছে। আপনি যদি এই অধিকারটি ব্যবহার করতে চান, তবে আপনার উপস্থাপনাটি জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করা উচিত যেখানে আপনাকে আটক করা হয়েছে, নীচে নির্দেশিত পদ্ধতিতে..." [নিম্নরেখা যোগ করা হয়েছে]

১৪. "কফেপোসা বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় এবং অকরণীয়"-এর করণীয়ের ২১ নম্বর নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি অবশ্যই আটককৃতের উপর (প্রয়োজন অনুসারে আটককৃতের জানা এবং বোঝা ভাষায় অনূদিত অনুলিপি সহ) একসাথে জারি করতে হবে এবং এগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রদান করা উচিত, কিন্তু তার আটকের তারিখ থেকে পাঁচ দিনের আইনগত সময়সীমার মধ্যে।

"কফেপোসা বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় এবং অকরণীয়"-এর অকরণীয়ের সাথে সম্পর্কিত বি অংশে, ৯ নম্বর নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি ভিন্ন তারিখে দেওয়া উচিত নয়। আটকের আদেশগুলির সাথে আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি জারি না করার কারণে বাতিল করার জন্য, উচ্চ আদালত রায় দেয় যে "কফেপোসা বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় এবং অকরণীয়"-এর করণীয়ের সাথে সম্পর্কিত এ অংশে ২১ নম্বর নির্দেশিকার লঙ্ঘন ছিল এবং "কফেপোসা বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় এবং অকরণীয়"-এর অকরণীয়ের সাথে সম্পর্কিত বি অংশে ৯ নম্বর নির্দেশিকার লঙ্ঘন ছিল। "কফেপোসা বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় এবং অকরণীয়"-এর সাথে সম্পর্কিত ২১ নম্বর এবং ৯ নম্বর নির্দেশিকাগুলি নিম্নরূপ:-

"কফেপোসা বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় এবং অকরণীয়

ক. করণীয়

২১. আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি অবশ্যই আটককৃতের উপর একসাথে জারি করতে হবে (প্রয়োজন অনুসারে আটককৃতের জানা এবং বোঝা ভাষায় অনূদিত অনুলিপি সহ) এবং এগুলি তার আটকের তারিখ থেকে পাঁচ দিনের আইনি সময়সীমার মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জারি করতে হবে।

খ. অকরণীয়

৯. আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি ভিন্ন তারিখে দেওয়া উচিত নয়।"

১৫. প্রতিবাদীদের বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর যুক্তি হল যে যদিও আটককৃতদের উপর জারি করা আটকের আদেশগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তালিকায় উল্লিখিত নির্ভর করা নথিগুলি আটকের কারণগুলির সাথে আটককৃতদের উপর জারি করা হচ্ছে, তবে নির্ভর করা নথিগুলি আসলে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়নি এবং আটক কর্তৃপক্ষের এই ধরনের মন প্রয়োগের অভাব আটককৃতকে কার্যকর উপস্থাপনা তৈরি করা থেকে বঞ্চিত করা ছাড়াও আটকের আদেশগুলিকে বাতিল করে দেয়। বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে করণীয় এবং অকরণীয় নির্দেশিকাগুলির স্পষ্ট লঙ্ঘন রয়েছে এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রতিবাদীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে হাইকোর্ট ফৌজদারি রিট পিটিশন নং ২/১৯৯৬, ৪/১৯৯৬, ৮২৪/১৯৯৫ এবং ৬৯০/১৯৯৬-এ সমন্বিত বেঞ্চের নিজস্ব রায়ের উপর নির্ভর করেছে এবং সঠিকভাবে বলেছে যে নির্ভরযোগ্য নথিগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটকের আদেশ এবং আটকের কারণগুলির সাথে একত্রে জারি করা হয়নি এবং তাই, আপিলকারীদের কফেপোসা আইনের ধারা ৩(৩) অবলম্বন করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

১৬. আটক আদেশগুলি বাতিলযোগ্য এই যুক্তির সমর্থনে যে আটকের আদেশের ভিত্তি গঠনকারী নথি এবং উপকরণ সরবরাহ করা হয়নি, প্রতিবাদীদের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী বীরেন্দ্র সিং বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৮১) ৪ এসসিসি ৫৬২ এবং আনা ক্যারেলিনা ডি'সুজা (শ্রীমতী) বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য এআইআর ১৯৮১ এসসি ১৬২০ এবং অন্যান্য অনেক রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। জমা দেওয়া হয়েছিল যে উচ্চ আদালত কামলেশকুমার ঈশ্বরদাস প্যাটেল বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (১৯৯৫) ৪ এসসিসি ৫১-এর উপর সঠিকভাবে নির্ভর করেছে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে জনগণের মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার কার্যকর করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পালনের সময় অভিযোগের গুরুত্ব প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং জনগণের মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার কার্যকর করার জন্য, কিছু ন্যূনতম পদ্ধতিগত সুরক্ষার প্রয়োজন যা "আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ এবং আদালত কর্তৃক কার্যকর করা প্রয়োজন"।

১৭. বীরেন্দ্র সিং-এর মামলায়, ০৯.১০.১৯৮০ তারিখে আটকের আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং আটকের কারণ এবং অন্যান্য নথি ও উপকরণ ১.১১.১৯৮০ তারিখে আটককৃত ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হয়েছিল যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; কিন্তু সেই নথি এবং উপকরণ ছাড়া যা পরে ০৫.১১.১৯৮০ তারিখে সরবরাহ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট আটকের আদেশ বাতিল করে নিম্নলিখিত রায় দেনঃ-

"১.....স্বীকার করতেই হবে যে, ৯ অক্টোবর, ১৯৮০ তারিখে আটকের আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং ১ নভেম্বর, ১৯৮০ তারিখে আটককৃতকে কারণগুলি সরবরাহ করা হয়েছিল যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু ৫ নভেম্বর, ১৯৮০ তারিখে সরবরাহ করা নথি এবং উপকরণ ছাড়াই। আটককৃত ১৩ নভেম্বর, ১৯৮০ তারিখে একটি আবেদন করেছিলেন যা ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, আটককৃতকে আটকের আদেশের সাথে আটককৃতকে আটককৃতকে সরবরাহ করা হয়নি, তাই ইচ্চু দেবী চোরারিয়া বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৮০) ৪

এসসিসি ৫৩১ এবং শালিনী সোনি বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৮০) ৪ এসসিসি ৫৪৪ মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আদেশটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। অধিকন্তু, আটককৃতের আদেশটি আরেকটি দুর্বলতা বহন করে, অর্থাৎ আটককৃতের দ্বারা করা প্রতিনিধিত্ব আটককারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। আবেদনটি পাঠানোর এক মাস পর। এই বিলম্বের কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, যা ধারা ২২(৫) এর অধীনে প্রদত্ত সাংবিধানিক সুরক্ষার লঙ্ঘন করে এবং আটক ব্যক্তির অব্যাহত আটকাদেশ বাতিল করে। অতএব, এই কারণে, আমরা এই আবেদনটি মঞ্জুর করছি এবং আটক ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।"

উপরেরটি পড়ার মাধ্যমে যেহেতু আটকের আদেশ এবং গ্রেপ্তারের মধ্যে একটি দীর্ঘ ব্যবধান ছিল এবং প্রতিনিধিত্বের বিবেচনা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অত্যধিক বিলম্ব ছিল, সুপ্রিম কোর্ট আটকের আদেশটি বাতিল করে দেয়।

১৮. উত্তরদাতাদের বিজ্ঞ আইনজীবী উপর নির্ভর করে নেওয়া আরেকটি সিদ্ধান্তে, অর্থাৎ আনা কারেলিনা দৌজা, তথ্যগুলি স্পষ্ট নয়। আটকের আদেশটি মূলত নির্ভরযোগ্য নথি সরবরাহ না করার ভিত্তিতে বাতিল

করা হয়েছিল। পাঁচ দিনের বিধিবদ্ধ সময়সীমা মেনে চলা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে কেবল আটকের ভিত্তিতে পরিষেবা দেওয়া ভারতের সংবিধানের ২২ (৫) অনুচ্ছেদের বাধ্যতামূলক বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যদি না উল্লেখ করা নথিগুলির সাথে ভিত্তিগুলি সংযুক্ত থাকে যা আটকের ভিত্তিতে নির্ভর করা হয়। উত্তরদাতাদের জন্য নিযুক্ত প্রবীণ আইনজীবী উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্তগুলিতে, আটকের আদেশটি সেই মামলাগুলির তথ্য এবং পরিস্থিতিতে বাতিল করা হয়েছিল যেমনঃ (i) নির্ভরযোগ্য নথিগুলি পাঁচ দিনের বিধিবদ্ধ আদেশের বাইরে কার্যকর করা হয়েছিল; এবং (ii) প্রতিনিধিত্ব নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অত্যধিক বিলম্ব হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির প্রকৃত প্রেক্ষাপটে উত্তরদাতাদের জন্য বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী দ্বারা নির্ভর করা সিদ্ধান্তগুলি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১৯. কনজারভেশন অফ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ স্মাগলিং অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (কোফেপোসা)-এর ধারা ৩ (৩)-এ বলা হয়েছে যে আটক ব্যক্তিকে আটকের আদেশ এবং 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব' তাকে আটক করার পরে 'কারণগুলি জানানো উচিত তবে সাধারণত পাঁচ দিনের পরে নয় এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এবং আটকের তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণগুলির জন্য। কোফেপোসা আইন, ১৯৭৪-এর ধারা ৩-এর উপ-ধারা (৩) নিম্নরূপঃ –

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৬৯

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

৩. কিছু ব্যক্তিকে আটক করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা।

(১) + (২) .....

(৩) সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (৫) ধারার উদ্দেশ্যে, আটকের আদেশের ভিত্তিতে আটক করা ব্যক্তির কাছে যে কারণে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা আটকের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানানো হবে, তবে সাধারণত পাঁচ দিনের বেশি নয় এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং লিখিতভাবে রেকর্ড করার কারণে, আটকের তারিখ থেকে পনেরো দিনের বেশি নয়।" [নিম্নরেখা যোগ করা হয়েছে]

কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারা আটকের কারণগুলি পরিবেশন করার জন্য পাঁচ দিনের আইনি সময়সীমা নির্ধারণ করে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং রেকর্ড করার কারণে আটকের তারিখ থেকে পনেরো দিনের বেশি নয়। কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারা এইভাবে আটকের কারণগুলি এবং কারণগুলিতে নির্ভর করা নথিগুলি আটককৃতদের উপর পরিবেশন করার জন্য কমপক্ষে পাঁচ দিনের ছাড় দেয়। "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব..." শব্দটির মাধ্যমে, সংবিধি আটককৃতদের আটকের কারণগুলি জানানোর জন্য সাধারণ পরিস্থিতিতে পাঁচ দিনকে যুক্তিসঙ্গত সময় হিসাবে বিবেচনা করে। আটকের আদেশ পরিবেশনের একই দিনে নির্ভর করা নথিগুলি পরিবেশন করার জন্য আটক কর্তৃপক্ষের উপর কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারায় নির্ধারিত সময় এবং ভারতীয় সংবিধানের ২২(৫) অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত ভাষা "...সর্বপ্রথম সুযোগ....." এর পরিপ্রেক্ষিতে, আটকের আদেশের সাথে নথিগুলির অনুলিপি পরিবেশন না করা আটকের আদেশ বাতিল করার ভিত্তি হতে পারে না।

২০. সোফিয়া গুলাম মোঃ ভাম বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৯৯) ৬ এসসিসি ৫৯৩ মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন যে ""যত তাড়াতাড়ি সম্ভব..."" শব্দগুলির ব্যবহার আটকের কারণগুলি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আটক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নির্দেশ করে এবং আটকের আদেশের ভিত্তিতে যে কারণে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা সরবরাহ করতে কোনও বিলম্ব করা উচিত নয়। একইভাবে, রায় দেওয়া হয়েছিল যে ২২(৫) অনুচ্ছেদে ""...প্রথম সুযোগ..."" শব্দগুলির ব্যবহারও একই দর্শন বহন করে যে আটকের আদেশের বিরুদ্ধে উপস্থাপনা করার জন্য আটককৃত ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদানে কোনও বিলম্ব করা উচিত নয়। ইচ্ছু দেবী চোরারিয়া বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (১৯৮০) ৪ এসসিসি ৫৩১ মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন যে ২২ অনুচ্ছেদের (৫) ধারা এবং কফেপোসা আইনের ৩ ধারার (৩) উপধারায় বলা হয়েছে যে আটকের কারণগুলি যথাক্রমে পাঁচ বা পনেরো দিনের মধ্যে আটককৃত ব্যক্তিকে জানাতে হবে। ""যত তাড়াতাড়ি সম্ভব"" শব্দগুলি ""...সাধারণত পাঁচ দিনের পরে নয়"" বাক্যাংশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পড়া যাবে না। [জসবীর সিং বনাম দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং অন্যান্য (১৯৯৯) ৪ এসসিসি ২২৮ দেখুন]। ২২ অনুচ্ছেদের (৫) ধারা এবং কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারার সঠিক ব্যাখ্যায়, আটকের কারণগুলিতে নির্ভর করা নথি এবং অন্যান্য উপকরণ আটকের কারণগুলির সাথে বা আটকের তারিখ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এবং লিখিতভাবে রেকর্ড করার কারণে আটকের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে আটককৃত ব্যক্তিকে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

২১. ববর্তমান মামলায়, আটকের আদেশ এবং আটকের কারণগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। নির্ভর করা নথিগুলি ২০.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ এর মধ্যে তাদের উপর জারি করা হয়েছিল অর্থাৎ আটকের আদেশ জারির তারিখ অর্থাৎ ১৮.০৫.২০১৯ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারা আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি জারি করার জন্য পাঁচ দিনের আইনি সময়সীমা নির্ধারণ করে। উল্লেখ করা হয়েছিল যে নির্ভর করা নথিগুলি ২৩৬৪ পৃষ্ঠার ছিল এবং বিভিন্ন আটককৃতদের বিরুদ্ধে পনেরটি আটকের আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং তাই, নথিগুলির সংকলন ২১.০৫.২০১৯ তারিখে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল যথাযথভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, বিশাল নথিগুলির অনুলিপি তৈরি করা একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ছিল এবং আটককৃতদের উপর নথিগুলির সংকলন জারি করতে সময় লেগেছিল এবং তাই, আদেশগুলি বেআইনি হবে না। কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারা পাঁচ দিনের মধ্যে নথিগুলি সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়। স্বীকার্যভাবে, এই সময়ের মধ্যে অনুলিপিগুলি সরবরাহ করা হয়েছে। তাই আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছে।

২২. আটক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি একই দিনে জারি করার কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই; বিশেষ করে যখন এমন কিছু দেখানোর নেই যে আটক কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয়তা বা অবহেলার জন্য দোষী ছিল। মেহেদী মোহাম্মদ জৌদি বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৮১) ২ এসসিসি ৩৫৮ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি যে নথি এবং উপকরণ একই সাথে সরবরাহ না করা আটকের আদেশকে বাতিল করে দেবে তা কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারার প্রেক্ষিতে বোঝা উচিত। আটকের আদেশ, আটকের কারণ এবং নথি সরবরাহ কফেপোসা আইনের ৩(৩) ধারা এবং ভারতের সংবিধানের ২২(৫) অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পাঁচ দিনের সময়সীমার মধ্যে একযোগে হতে হবে।

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৭১

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

২৩. জসবীর সিং বনাম লেফটেন্যান্ট গভর্নর, দিল্লি এবং অন্যান্য (১৯৯৯) ৪ এসসিসি ২২৮ মামলায়, রায় দেওয়া হয়েছিল যে পাঁচ দিনের সময় গণনা করার জন্য, যে তারিখে আটকের আদেশ জারি করা হয়েছিল সেই তারিখটি বাদ দিতে হবে। বর্তমান মামলায়, তাই পাঁচ দিনের সময় গণনা করার জন্য, ১৮.০৫.২০১৯ তারিখটি বাদ দিতে হবে। আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি ২০.০৫.২০১৯ থেকে ২২.০৫.২০১৯ এর মধ্যে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছে যা পাঁচ দিনের আইনি সময়ের মধ্যে এবং কফেপোসা আইনের ৩ ধারার (৩) উপধারার কোনো লঙ্ঘন নেই।

২৪. বর্তমান মামলায়, আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি ১৮.০৫.২০১৯ তারিখ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে আটককৃতদের উপর জারি করা হয়েছিল অর্থাৎ ২১.০৫.২০১৯ এবং ২২.০৫.২০১৯ তারিখে আটকের আদেশের তারিখ থেকে। পারি পাসু শব্দটি কফেপোসা আইনের ৩ ধারার (৩) উপধারার আইনি বিধানের সাথে পড়তে হবে যার অর্থ হবে যে আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি ব্যাখ্যা সহ পাঁচ দিনের মধ্যে এবং রেকর্ড করার কারণে পনেরো দিনের মধ্যে জারি করা হয়েছে। শুধুমাত্র যখন এই নিয়মটি বাতিল করা হয়, তখন বলা যেতে পারে যে সেগুলি একসাথে সরবরাহ করা হয়নি। উচ্চ আদালত এই কারণে আটকের আদেশ বাতিল করে ভুল করেছে যে নথি এবং উপকরণগুলি আটকের আদেশের সাথে পারি পাসু সরবরাহ করা হয়নি।

২৫. "কফেপোসা বিষয়ক নির্দেশাবলীর সংকলন বিষয়ক হ্যান্ড বুক" জুলাই ২০০১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত কফেপোসা বিষয় সম্পর্কিত করণীয় এবং অকরণীয় নির্দেশাবলী ধারণ করে। ২১ নম্বর নির্দেশিকা (কফেপোসা বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় এবং অকরণীয়ের এ অংশ) এবং ৯ নম্বর নির্দেশিকা (কফেপোসা বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় এবং অকরণীয়ের খ অংশ) উল্লেখ করে, উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে নির্দেশিকাগুলির লঙ্ঘন রয়েছে যা আটকের আদেশ বাতিল করবে।

২৬. "কফেপোসা বিষয়ক নির্দেশাবলীর সংকলন বিষয়ক হ্যান্ড বুক" কফেপোসা বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য শুধুমাত্র নির্দেশিকা। উক্ত নির্দেশিকাগুলি নির্দেশ দেয় যে "আটকের আদেশ যোগাযোগের/পরিষেবার ক্ষেত্রে যত্ন নেওয়া উচিত" এবং আটকের কারণ এবং নির্ভর করা নথিগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জারি করা উচিত তবে আটকের আদেশ জারির তারিখ থেকে পাঁচ দিনের আইনি সময়ের মধ্যে। উক্ত নির্দেশিকাগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হয়েছিল।

এছাড়াও, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে নির্দেশিকাগুলির মতো কোনও নির্বাহী নির্দেশ কোনও আইনের বিধানকে হ্রাস করতে পারে না বা আইনের কোনও বিধানকে হ্রাস করতে পারে না।

২৭. উচ্চ আদালত অন্য একটি কারণে আটকের আদেশ বাতিল করেছে যে আটক কর্তৃপক্ষকে আটকের কারণগুলি রেকর্ড করতে হবে যাতে সন্তুষ্টির কারণগুলি নির্দেশ করে যে আটককৃত ব্যক্তির হেফাজত থেকে মুক্তির আসন্ন সম্ভাবনা রয়েছে এবং মুক্তির পরে, এই ব্যক্তি ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে এবং আটকের আদেশগুলিতে কোথাও স্পষ্টভাবে আটক কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়নি যে আটককৃত ব্যক্তির জামিনে মুক্তির আসন্ন সম্ভাবনা রয়েছে এবং ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া অব্যাহত রয়েছে। উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে কামরুন্নিসায় বর্ণিত পরীক্ষাগুলি পূরণ করা হয়নি। উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে সোনা চোরাচালানে আটককৃত নিসার আলিয়ারের ভূমিকা বা চোরাচালানের অবৈধ কার্যকলাপে নিসার আলিয়ারকে সাহায্য ও সহায়তা করার ক্ষেত্রে অন্য আটককৃত ডিম্পল হ্যাপি ধাকাড়ের ভূমিকা আটকৃত ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার কোনো আসন্ন সম্ভাবনা নেই বলে সন্তুষ্টি রেকর্ড করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে না।

২৮. আটকের কারণগুলির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, প্রতিবাদীদের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে আটক কর্তৃপক্ষ আটককৃতদের হেফাজত এবং তাদের জামিন আবেদন খারিজ সম্পর্কে তার সচেতনতা রেকর্ড করেছে। জমা দেওয়া হয়েছিল যে আটককৃত ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার আসন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে আটক কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত যা আটকের আদেশ বাতিল করে দেয়। কামরুন্নিসার উপর নির্ভর করে, জমা দেওয়া হয়েছিল যে যখন আটকের আদেশগুলি আটককৃত ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আটক কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি রেকর্ড করে না এবং যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে তাদের ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং আটককৃত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না থাকা আটকের আদেশ বাতিল করবে এবং উচ্চ আদালত সঠিকভাবে আটকের আদেশ বাতিল করেছে। বেশ কয়েকটি রায়ের উপর নির্ভর করে, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে শুধুমাত্র জামিনে মুক্তি প্রতিরোধ বা এড়ানোর জন্য প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশ জারি করা উচিত নয়।

২৯. বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর-জেনারেল দাখিল করেছেন যে আটককারী কর্তৃপক্ষ জানতেন যে আটককৃত ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ২০.০৫.২০১৯ পর্যন্ত হেফাজতে ছিলেন যা আটকের কারণগুলিতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আটকের কারণগুলি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর-জেনারেল জোর দিয়ে বলেন যে আটককারী কর্তৃপক্ষ চোরাচালান সিন্ডিকেটে আটককৃত ব্যক্তির ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এবং তারপরে আটককৃত ব্যক্তির প্রবণতা এবং চোরাচালান কার্যকলাপে জড়িত থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বস্তুগত বিবরণের ভিত্তিতে আটককারী কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি আদালতের দ্বারা হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার যুক্তির সমর্থনে, বিজ্ঞ এএসজি বিজয় কুমার বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (১৯৮৮) ২ এসসিসি ৫৭ এবং অন্যান্য রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৭৩

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

৩০. এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে হেফাজতে থাকা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আটকের আদেশ বৈধভাবে জারি করা যেতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে, এটা প্রয়োজন যে আটকের কারণগুলি দেখাবে যে আটক কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অবগত ছিল যে আটককৃত ব্যক্তি ইতিমধ্যেই হেফাজতে ছিল। আটক কর্তৃপক্ষকে আরও সন্তুষ্ট হতে হবে যে আটককৃত ব্যক্তিকে হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আটককৃত ব্যক্তির কার্যকলাপের প্রকৃতি ইঙ্গিত দেয় যে যদি তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে তিনি এই ধরনের ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারেন এবং তাই, তাকে এই ধরনের কার্যকলাপে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য আটক করা প্রয়োজন।

৩১. সমস্ত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার পরে, কামারুন্নিসা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (১৯৯১) ১ এসসিসি ১২৮-এ এই বিষয়ে আইনটি বর্ণনা করা হয়েছিল যেখানে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত রায় দেন:-

"১৩. উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সারি থেকে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে এমনকি হেফাজতে থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আটকের আদেশ বৈধভাবে জারি করা যেতে পারে (১) যদি আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অবগত থাকে যে তিনি প্রকৃতপক্ষে হেফাজতে আছেন; (২) যদি তার সামনে উপস্থাপিত নির্ভরযোগ্য উপাদানের ভিত্তিতে বিশ্বাস করার কারণ থাকে (ক) যে তার জামিনে মুক্তি পাওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা রয়েছে এবং (খ) যে মুক্তি পেলে তিনি সম্ভবত ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন এবং (৩) যদি তাকে এমন কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য আটক করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। যদি কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে তার সন্তুষ্টি রেকর্ড করার পরে আদেশ জারি করে, তবে এই ভিত্তিতে এই আদেশ বাতিল করা যাবে না যে কর্তৃপক্ষের সঠিক পদক্ষেপ ছিল জামিনের বিরোধিতা করা এবং এই ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও জামিন মঞ্জুর করা হলে, উচ্চ আদালতে তা প্রশ্ন করা। রমেশ যাদব (১৯৮৫) ৪ এসসিসি ২৩২ মামলায় এই আদালত যা বলেছিল তা হল সাধারণত একটি আটকের আদেশ শুধুমাত্র জামিনে মুক্তি প্রতিরোধ বা এড়ানোর জন্য জারি করা উচিত নয় এমন মামলায় যা মূলত ফৌজদারি প্রকৃতির এবং সাধারণ আইনের অধীনে মোকাবিলা করা যেতে পারে। আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, এমনকি যদি কোনও ব্যক্তি হেফাজতে থাকে, তাহলে মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি যদি এমন দাবি করে, তাহলে প্রতিরোধমূলক আটক আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

৩২. ভারত ইউনিয়ন বনাম পল মণিকম এবং অন্যান্য (২০০৩) ৮ এসসিসি ৩৪২ মামলায় একই নীতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল যেখানে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত রায় দিয়েছেন:-

"১৪. ..... যেখানে অন্য কোনো আইনের অধীনে ইতিমধ্যে জেলে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আটকের আদেশ জারি করা হয়, আটককারী কর্তৃপক্ষের তাদের মন প্রয়োগ করা উচিত এবং আটকের কারণগুলিতে এই বিষয়ে তাদের সচেতনতা দেখানো উচিত, এই ধরনের ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিরোধমূলক আটক আইনের অধীনে এই ধরনের ব্যক্তিদের আটক রাখার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা উচিত। আটককৃত ব্যক্তির বিদ্যমান হেফাজত নিজেই তার প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশকে অবৈধ করে না এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্তটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষতিকর কোনো উপায়ে আটককৃত ব্যক্তিকে কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রতিরোধমূলক আটক প্রয়োজনীয় হলে, সাধারণত, আটককৃত ব্যক্তি ইতিমধ্যে হেফাজতে থাকলে এর প্রয়োজন হয় না। আটককারী কর্তৃপক্ষকে আটককৃত ব্যক্তির বিদ্যমান হেফাজতের বিষয়ে তার সচেতনতা দেখাতে হবে এবং আদেশ দেওয়ার সময় সেই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হবে। যদি আটককারী কর্তৃপক্ষ জোরালো উপাদানের সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্তুষ্ট হয় যে তার মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে এবং সময়ের দিক থেকে তার পূর্ববর্তী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে, তাকে এই ধরনের ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য আটক করা উচিত, আটকের আদেশ বৈধভাবে জারি করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে হেফাজতে থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে আটকের আদেশ যদি ইঙ্গিত না করে যে আটককৃত ব্যক্তির জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তবে আদেশটি বাতিল হয়ে যাবে। (এন. মীরা রানী বনাম টি.এন. সরকার (১৯৮৯) ৪ এসসিসি ৪১৮ এবং ধর্মেন্দ্র সুগানচাঁদ চেলাওয়াত বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯০) ১ এসসিসি ৭৪৬ দেখুন) কামারুন্নিসা বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯১) ১ এসসিসি ১২৮-এ এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। ....." [নিম্নরেখা যোগ করা হয়েছে]

৩৩. কারাগারে থাকা কোনও ব্যক্তিকে আটক আইনের অধীনে আটক রাখা যেতে পারে কিনা তা এই আদালতের কাছে বারবার বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হুইড্রোম কোনুংজাও সিং বনাম মণিপুর রাজ্য এবং অন্যান্য (২০১২) ৭ এসসিসি ১৮১ মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট ধর্মেন্দ্র সুগানচাঁদ চেলাওয়াত বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯০) ১ এসসিসি ৭৪৬ সহ পূর্ববর্তী রায়গুলির উল্লেখ করেছে এবং পুনর্ব্যক্ত করেছে যে যদি আটককারী কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হন যে আটক ব্যক্তির পূর্ববর্তী কার্যকলাপের প্রকৃতি বিবেচনা করে, তাহলে সম্ভবত হেফাজত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি পক্ষপাতদুষ্ট কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন এবং তাকে এই ধরনের কার্যকলাপে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে আটক করা প্রয়োজন।

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৭৫

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

৩৪. বীরমানি বনাম টি.এন. রাজ্য (১৯৯৪) ২ এসসিসি ৩৩৭-এর ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত রায় দিয়েছেন:-

"৬. এই আদালতের সিদ্ধান্তের সারি থেকে এটা স্পষ্ট যে এমনকি হেফাজতে থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আটকের আদেশ বৈধভাবে জারি করা যেতে পারে যদি আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অবগত থাকে যে তিনি প্রকৃতপক্ষে হেফাজতে আছেন, যদি তার কাছে নির্ভরযোগ্য উপাদানের ভিত্তিতে বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে তার জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং মুক্তি পেলে আটককৃত ব্যক্তি সম্ভবত ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন এবং যদি কর্তৃপক্ষ তার সন্তুষ্টি রেকর্ড করার পরে আদেশ জারি করে তবে তা বাতিল করা যাবে না।"

৩৫. সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলির আলোকে, আমাদের দেখতে হবে, বর্তমান মামলায়, আটক কর্তৃপক্ষের মনে এই বিষয়ে সচেতনতা ছিল কিনা যে আটককৃত ব্যক্তি হেফাজতে আছে এবং তার বিশ্বাস করার কারণ ছিল কিনা যে আটককৃত ব্যক্তির জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং মুক্তি পেলে তিনি ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া অব্যাহত রাখবেন। বর্তমান মামলায়, ১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটকের আদেশগুলি আটক কর্তৃপক্ষের সচেতনতা রেকর্ড করে:- (১) আটককৃত ব্যক্তি হেফাজতে আছে; (২) আটককৃতদের দ্বারা দায়ের করা জামিন আবেদন আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অবশ্যই, আটকের আদেশগুলিতে, আটক কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে রেকর্ড করেনি যে "আটককৃত ব্যক্তির মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে"। শুধুমাত্র এই কারণে বলা যাবে না যে আটক কর্তৃপক্ষ তার মন প্রয়োগ করেনি যে আটকের আদেশগুলিতে স্পষ্টভাবে "আটককৃত ব্যক্তির জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা" এবং "মুক্তি পেলে তিনি একই ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন" উল্লেখ করা হয়নি। তবে আটক কর্তৃপক্ষ আটককৃতদের পূর্ববর্তী কার্যকলাপ এবং তার সন্তুষ্টি স্পষ্টভাবে রেকর্ড করেছে যে আটককৃত হ্যাপি ধাকাড় এবং নিসার আলিয়ারের ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ করার প্রবল প্রবণতা রয়েছে।

৩৬. আটককারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি যে আটককৃত ব্যক্তি ইতিমধ্যেই হেফাজতে আছে এবং তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং মুক্তি পাওয়ার পর, সে একই ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে, তা হল আটককারী কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি। সেন্থামিলসেলভি বনাম স্টেট অফ টি.এন. এবং অন্য (২০০৬) ৫ এসসিসি ৬৭৬ মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে আটককৃত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হল উপকরণের ভিত্তিতে "ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি" এবং সাধারণত ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিতে হস্তক্ষেপ করা হয় না।

৩৭. আটক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পেতে পারে এই সন্তুষ্টি আটক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত বক্তব্য হতে পারে না। বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, আটককৃত ব্যক্তির জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই আটক কর্তৃপক্ষের বিষয়গত সন্তুষ্টি উপাদানের উপর ভিত্তি করে। আটকের কারণগুলি পাঠ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে আটককৃত নিসার আলিয়ার সোনা চোরাচালানে লিপ্ত ছিল এবং অন্যদের সাথে সমন্বয় করে সিন্ডিকেট পরিচালনা করছিল এবং রাজস্ব ক্ষতি এবং দেশের অর্থনীতির উপর প্রভাব উপেক্ষা করে অভ্যাসগতভাবে একই কাজ করছিল। একইভাবে, আটক আদেশ আটককৃত হ্যাপি ধাকাড়ের ক্ষেত্রে তার সোনা গ্রহণ এবং তার একাধিক গহনার দোকান এবং আত্মীয়দের মাধ্যমে বিদেশী উৎস থেকে চোরাচালান করা সোনা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে। আমাদের মতে, উচ্চ আদালত শুধুমাত্র এই কারণে আটকের আদেশ বাতিল করে ভুল করেছে যে আটক কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্ত রেকর্ড করেনি যে আটককৃত ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল যা কামারুন্নিসা এবং অন্যান্য রায় এবং ২৪ নম্বর নির্দেশিকায় বর্ণিত নীতিগুলির লঙ্ঘন। সেই কারণে আটকের আদেশ বাতিল করার উচ্চ আদালতের আদেশ বহাল রাখা যায় না।

৩৮. (করণীয়ের ক অংশের) ২৪ নম্বর নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আটককৃত ব্যক্তি বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকলে, আটক কর্তৃপক্ষকে আটকের কারণগুলিতে তার সচেতনতা রেকর্ড করতে হবে এবং তারপরে সন্তুষ্টির কারণগুলি নির্দেশ করতে হবে যে তার হেফাজত থেকে মুক্তির আসন্ন সম্ভাবনা রয়েছে এবং মুক্তির পরে এই ব্যক্তি একই ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া অব্যাহত রাখবে। পূর্বে আলোচিত হিসাবে, আটকের আদেশ রেকর্ডপত্রে উপলব্ধ উপাদান, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি, কার্যকলাপের প্রকৃতি এবং আটককৃত ব্যক্তিদের এই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতার উপর ভিত্তি করে আটক কর্তৃপক্ষের মন প্রয়োগ দেখায়।

৩৯. রায়ের জন্য বিষয়টি সংরক্ষিত রাখার পর, বিবাদী-আটককৃতদের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী ০১.০৭.২০১৯ তারিখের আটক আদেশ নং পিডি-১২০০১/৩৪/২০১৯-কফেপোসা-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা কফেপোসা আইনের অধীনে অশোক কুমার জালান (কলকাতা) এর বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছিল এবং দাখিল করেছেন যে, আটক আদেশে, আটক কর্তৃপক্ষ - যুগ্ম সচিব (কফেপোসা) আটক ব্যক্তির জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বর্তমান ক্ষেত্রে, এই ধরনের সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ না করা স্পষ্টতই মনের প্রয়োগের অভাবকে নির্দেশ করে। ০১.০৭.২০১৯ তারিখের উক্ত আটক আদেশের বর্তমান মামলার সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। এটি আটক কর্তৃপক্ষের মনের প্রয়োগ না করার বিষয়ে বিবাদীর যুক্তিকে শক্তিশালী করে না, যে যুক্তিটি আমরা উপরে লিপিবদ্ধ কারণগুলির জন্য প্রত্যাখ্যান করেছি।

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৭৭

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

৪০. বন্দীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং পদ্ধতিগত সুরক্ষা মেনে চলা হল প্রধান বিবেচনা এবং যেহেতু পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি বন্দীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লঙ্ঘনের সাথে মেনে চলা হয় না, তাই হাইকোর্ট যথাযথভাবে আটকের আদেশগুলি বাতিল করে দেয় এবং তাতে হস্তক্ষেপ করা যায় না। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, হাতে থাকা ক্ষেত্রে, পদ্ধতিগত সুরক্ষা মেনে চলা হয়। যতদূর পর্যন্ত যুক্তি যে আদালতগুলিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার পক্ষে ঝুঁকতে হবে, আমরা সচেতন যে সংবিধান এবং সুপ্রিম কোর্ট কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে অত্যন্ত উদ্যোগী। কিন্তু একজন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে জনগণের কল্যাণে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে বশীভূত করতে হবে। আটকের আদেশ স্পষ্টতই একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং সমাজের সুরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যখন প্রতিরোধমূলক আটকের লক্ষ্য জাতির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা রক্ষা করা হয়, তখন একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং সমাজের প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।

৪১. নরেশ কুমার গোয়েল বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০০৫) ৮ এস. সি. সি ২৭৬-এ, প্রতিরোধমূলক আটকের উদ্দেশ্য কোনও কাজ করার জন্য কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং বাধা দেওয়া এবং তা করা থেকে বিরত রাখা, যা নিম্নরূপ ছিলঃ

৮. এটি একটি সাধারণ আইন যে আটকের আদেশ কোনও প্রতিকারমূলক বা সংস্কারমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হল অসামাজিক ও ধ্বংসাত্মক উপাদানগুলিকে দেশের কল্যাণ বা জাতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা থেকে, জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করা থেকে, চোরাচালান কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বা মাদকদ্রব্য ও মনোরোগ সংক্রান্ত পদার্থের অবৈধ পাচারে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখা। প্রতিরোধমূলক আটক সমাজকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়। এই বিষয়ের কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে প্রতিরোধমূলক আটক সমাজকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়। উদ্দেশ্য কোনও ব্যক্তিকে কিছু করার জন্য শাস্তি দেওয়া নয় বরং সে তা করার আগে তাকে বাধা দেওয়া এবং তাকে তা করা থেকে বিরত রাখা.....”।

৪২. প্রতিরোধমূলক আটকের সুযোগ বিবেচনা করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে এটি সমাজের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে করা হয়েছে, মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভাউরাও পঞ্জাবরাও গাওয়ান্দে (২০০৮) ৩এসসিসি ৬১৩-এ, এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

"৩৬. যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে, জনগণের মঙ্গলের জন্য একজন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অধীনস্থ করতে হবে। সংবিধানের নির্মাতারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একদিকে এবং দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং অন্যদিকে সমাজের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয়তার মধ্যে একটি ন্যায্য এবং সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিরোধমূলক আটকের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা, চোরাচালান এবং কালোবাজারি কার্যক্রম প্রতিরোধ ইত্যাদি একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার বৃহত্তর স্বার্থে কার্যকর সুরক্ষার দাবি করে।

৩৭. প্রতিরোধমূলক আটক আইন বিবেচনা ও ব্যাখ্যা করার সময়, আদালতগুলিকে নাগরিকের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখা এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উদ্বেগ এবং নিঃসঙ্গতা দেখাতে হবে, তবে ঐতিহাসিক পটভূমি ভুলে গেলে চলবে না যেখানে সংবিধানের নির্মাতারা সংবিধানের মধ্যে প্রতিরোধমূলক আটকের বিধান অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা-একটি দুঃখজনক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। নিঃসন্দেহে, ব্যক্তিগণের জীবন ও স্বাধীনতার উপর যেকোনো আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা আদালতের কর্তব্য, একই সাথে দেশের আইন অনুসারে তাদের উপর ন্যস্ত কার্যগুলি সম্পাদন করার দায়িত্ব যাদের রয়েছে তাদের ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া বাধা দেওয়া বা হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় (এ.কে. রায় বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৮২) ১ এসসিসি ২৭১, ভূত নাথ মেটে বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (১৯৭৪) ১ এসসিসি ৬৪৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম অশোক দে (১৯৭২) ১ এসসিসি ১৯৯ এবং এডিএম বনাম শিবকান্ত শুক্লা (১৯৭৬) ২ এসসিসি ৫২১) দেখুন।" [নিম্নরেখা যোগ করা হয়েছে]।

৪৩. আদালতকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে আটককারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি "ব্যক্তিগত" প্রকৃতির এবং আদালত আটককারী কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার মতামত প্রতিস্থাপন করতে পারে না এবং আটকের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এর অর্থ এই নয় যে আটককারী কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি বিচারিক পর্যালোচনার অধীন।

ভারতীয় ইউনিওন ও আরেকজন বনাম ডিম্পল হ্যাপি ঢাকাদ ১১৭৭

[আর. বানুমথি, বিচারপতি]

বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, সুপ্রিম কোর্ট এমন ক্ষেত্রগুলি তৈরি করেছে যার মধ্যে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির বৈধতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে, গত তিন বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিপুল পরিমাণে সোনা দেশে পাচার করা হয়েছিল এবং জুলাই ২০১৮ থেকে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে প্রায় ৩৩৯৬ কেজি সোনা পিতলের ধাতব স্ক্র্যাপ দিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে ভারতে আনা হয়েছে। আটককারী কর্তৃপক্ষ রেকর্ড করেছে যে এটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুতর প্রভাব ফেলেছে, আটককারী কর্তৃপক্ষও সন্তুষ্ট যে আটককৃতদের একই চোরাচালানে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশ পাস করেছে, যা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। আটককারী কর্তৃপক্ষের সামনে রাখা নথি এবং উপকরণের উপর ভিত্তি করে এবং আটককৃতদের ব্যক্তিগত ভূমিকা বিবেচনা করে, আটককারী কর্তৃপক্ষ আটককৃতদের অব্যাহত প্রবণতা এবং চোরাচালানের কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করে, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের অর্থনৈতিক সুরক্ষার ক্ষতির জন্য যে পণ্য চোরাচালান থেকে আটককৃতদের প্রতিরোধ করার প্রয়োজন রয়েছে। হাইকোর্ট আটককারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিতে হস্তক্ষেপ করে ভুল করেছে এবং বিতর্কিত রায়টি টিকিয়ে রাখা যায় না এবং বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ

৪৪. ফলস্বরূপ, ২০১৯ সালের ২৫.০৬ তারিখের হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়, ২০১৯ সালের ডব্লিউ.পি. (ফৌজদারি) নং ২৮৪৩ এবং ২৮৪৪-এ আটককৃত হ্যাপি অরবিন্দকুমার ধাকাড় এবং নিসার পল্লথুকাডাবিল আলিয়ারের আটক আদেশ বাতিল করা হয়েছে এবং ভারত ইউনিয়ন কর্তৃক দায়ের করা আপিলগুলি মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আটককৃতদের দ্বারা দায়ের করা আপিলগুলি খারিজ করা হবে।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল নিষ্পত্তি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta